ডেভিড হিউম

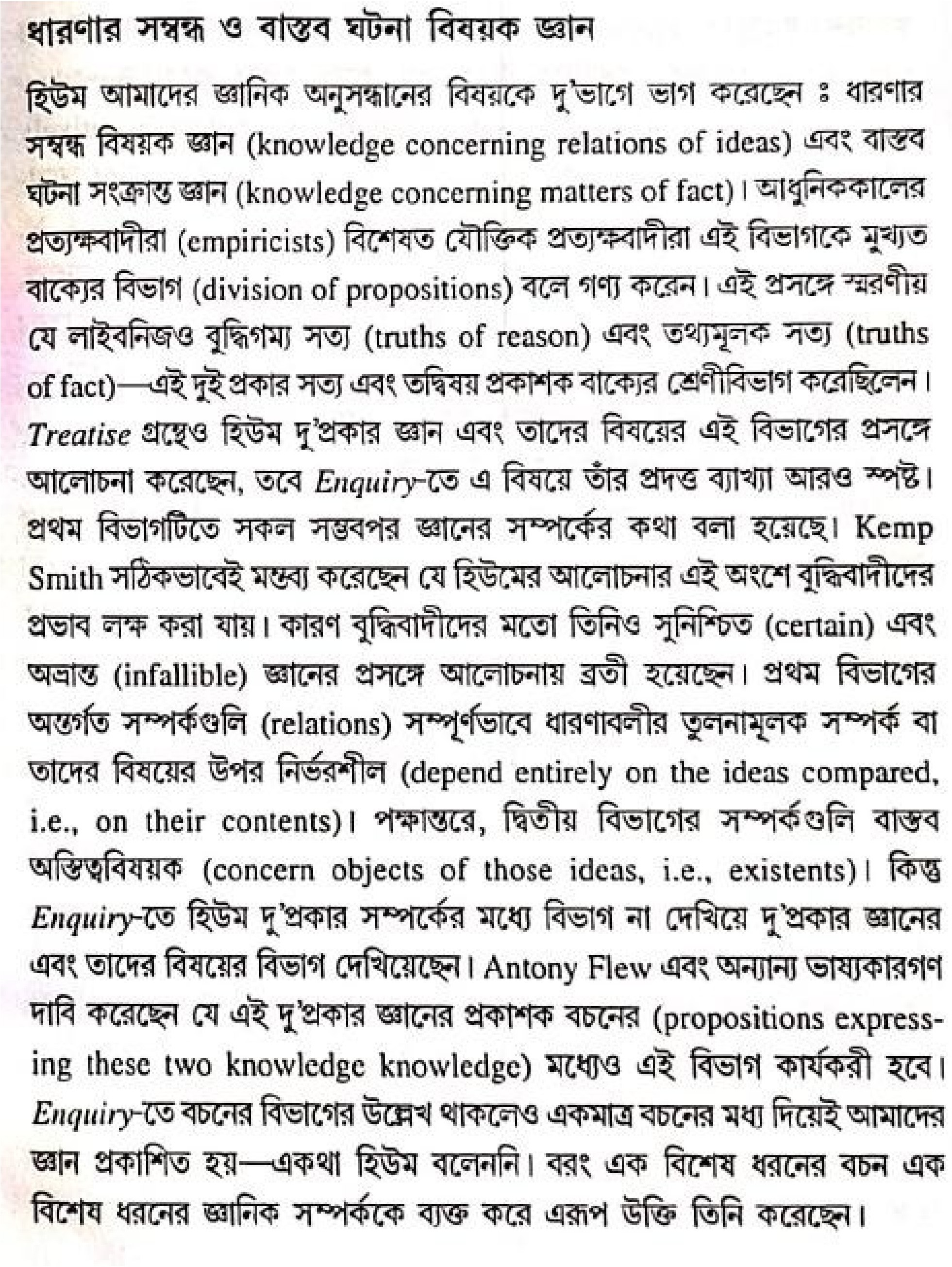

ধারণার সম্বন্ধ ও বাস্তব ঘটনা বিষয়ক জ্ঞান

হিউম আমাদের জ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয়কে দু'ভাগে ভাগ করেছেন ঃ ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান (knowledge concerning relations of ideas) এবং বাস্তব ঘটনা সংক্রান্ত জ্ঞান (knowledge concerning matters of fact)। আধুনিককালের প্রত্যক্ষবাদীরা (empiricists) বিশেষত যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা এই বিভাগকে মুখ্যত বাক্যের বিভাগ (division of propositions) বলে গণ্য করেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে লাইবনিজও বুদ্ধিগম্য সত্য (truths of reason) এবং তথ্যমূলক সত্য (truths of fact)—এই দুই প্রকার সত্য এবং তদ্বিষয় প্রকাশক বাক্যের শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন। *Treatise* গ্রন্থেও হিউম দু'প্রকার জ্ঞান এবং তাদের বিষয়ের এই বিভাগের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, তবে *Enquiry*-তে এ বিষয়ে তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা আরও স্পষ্ট। প্রথম বিভাগটিতে সকল সম্ভবপর জ্ঞানের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। Kemp Smith সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে হিউমের আলোচনার এই অংশে বুদ্ধিবাদীদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কারণ বুদ্ধিবাদীদের মতো তিনিও সুনিশ্চিত (certain) এবং অভ্রান্ত (infallible) জ্ঞানের প্রসঙ্গে আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। প্রথম বিভাগের অন্তর্গত সম্পর্কগুলি (relations) সম্পূর্ণভাবে ধারণাবলীর তুলনামূলক সম্পর্ক বা তাদের বিষয়ের উপর নির্ভরশীল (depend entirely on the ideas compared, i.e., on their contents)। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় বিভাগের সম্পর্কগুলি বাস্তব অস্তিত্ববিষয়ক (concern objects of those ideas, i.e., existents)। কিন্তু *Enquiry*-তে হিউম দু'প্রকার সম্পর্কের মধ্যে বিভাগ না দেখিয়ে দু'প্রকার জ্ঞানের এবং তাদের বিষয়ের বিভাগ দেখিয়েছেন। Antony Flew এবং অন্যান্য ভাষ্যকারগণ দাবি করেছেন যে এই দু'প্রকার জ্ঞানের প্রকাশক বচনের (propositions expressing these two knowledge knowledge) মধ্যেও এই বিভাগ কার্যকরী হবে। *Enquiry*-তে বচনের বিভাগের উল্লেখ থাকলেও একমাত্র বচনের মধ্য দিয়েই আমাদের জ্ঞান প্রকাশিত হয়—একথা হিউম বলেননি। বরং এক বিশেষ ধরনের বচন এক বিশেষ ধরনের জ্ঞানিক সম্পর্ককে ব্যক্ত করে এরূপ উক্তি তিনি করেছেন।

হিউমের মতে জ্যামিতি (Geometry), বীজগণিত (Algebra) এবং পাটিগণিত (Arithmatic)—এই বিজ্ঞানগুলির আলোচ্য বিষয় হল ধারণার সম্বন্ধ (relations of ideas)। এই প্রসঙ্গে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, *Treatise*-এ জ্যামিতিক জ্ঞানের প্রতি হিউমের যে দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষিত হয়েছিল *Enquiry*-তে তার পরিবর্তন হয়েছে। *Treatise*-এ তিনি জ্যামিতিকে সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত বিজ্ঞান বলতে দ্বিধাবোধ করেছিলেন, কিন্তু *Enquiry*-তে সেই দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছেন। দ্বিতীয়ত, হিউম *Treatise*-এ ধারণার সম্বন্ধবিষয়ক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে যুক্তিবিজ্ঞানের (logic) নাম উল্লেখ করেননি। যাইহোক, *Enquiry*-তে ধারণার সম্বন্ধবিষয়ক বিজ্ঞানগুলির নাম উল্লেখ করে তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উপর তিনি আলোকপাত করেছেন—'they contain propositions that are either intuitively or demonstratively certain...' অর্থাৎ যে সকল বচনের সাহায্যে এগুলি প্রকাশিত হয় তাদের স্বজ্ঞামূলক (intuitive) অথবা ঔপপত্তিক (demonstrative) সুনিশ্চয়তা আছে। J. N. Mohanty-র মতে হিউম প্রকৃতপক্ষে লক্ উল্লিখিত ত্রিবিধ জ্ঞানের (স্বজ্ঞামূলক, ঔপপত্তিক এবং সাংবেদনিক) একটি নতুন প্রকার শ্রেণীবিভাগে উদ্যোগী হয়েছেন।

তাহলে ধারণার সম্বন্ধবিষয়ক জ্ঞানকে দুটি উপবিভাগে বিভক্ত করতে হয়—

১. যে জ্ঞানগুলির স্বজ্ঞালব্ধ সত্যতা আছে ; এবং
২. যে জ্ঞানগুলির ঔপপত্তিক সত্যতা আছে।

হিউম স্বজ্ঞালব্ধ সত্য বিষয়ে কোনো সমস্যার উল্লেখ করেননি। কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে তিনি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন। Section XII-এর Part III-তে তিনি গুণ এবং সংখ্যার ধারণাকে একদিকে এবং অন্যান্য সকল ধারণাকে অপরদিকে রেখেছেন। তাঁর মতে একমাত্র গুণ এবং সংখ্যার ধারণাই উপপত্তির বিষয়। এসব ধারণা গঠনের উপাদানগুলি (যেমন Unit বা একক) এত সদৃশ যে জটিল ধারণাগুলির সমতা বা অসমতা (equality or inequality) নানাবিধ উপায় প্রমাণ করা যায়। কিন্তু অন্যান্য ধারণার সম্পর্কগুলি অত্যন্ত সরল মননের (simple reflection) সাহায্যেই জানা যায়। লাল রং যে সবুজ নয় অথবা লাল রং এবং কমলা রং যে প্রায় কাছাকাছি—একথা খুব সহজেই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। যেসব ক্ষেত্রে বিষয়গুলি কিছুটা অস্পষ্ট থাকে, সেক্ষেত্রে যথাযথ সংজ্ঞা প্রদান করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে তিনি মনে করেন। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে হিউম 'component' (জটিল বস্তুর অংশসমূহ) শব্দের সংজ্ঞার সাহায্যে কোনো বিষয়কে সহজ উপলব্ধিগম্য করতে চাইছেন। তাঁর বক্তব্য শুধু এই যে ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক সত্যের প্রকাশক বচন যখন সরল মননের সাহায্যে স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয় না, তখন আমরা সংজ্ঞার সাহায্য গ্রহণ করতে পারি।

স্বজ্ঞামূলক সত্য বা বচনের বিষয়ে বেশি গভীরে না গিয়ে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে ঔপপত্তিক সত্য প্রদানকারী বিজ্ঞান হিসাবে তিনি তিনটি গণিতবিজ্ঞানের নাম উল্লেখ করেছেন—জ্যামিতি, বীজগণিত ও পাটিগণিত। যুক্তিবিজ্ঞানকে ঔপপত্তিক বিজ্ঞান হিসাবে তিনি উল্লেখ করেননি এবং আরও বহুপ্রকার ধারণার সম্বন্ধবিষয়ক সত্য সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন যাদের গণিতবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এই অ-গাণিতিক সম্পর্কগুলি গুণ ও সংখ্যা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আছে এবং এই সম্পর্কগুলির সত্যতা হয় সুপ্ত সংজ্ঞার মধ্যে নিহিত আছে অথবা সেগুলির স্বজ্ঞালব্ধ সুনিশ্চয়তা আছে। কেবলমাত্র গাণিতিক সত্যগুলিই ঔপপত্তিক বা প্রমাণসাপেক্ষ।

Treatise-এ হিউম দু'প্রকার সম্বন্ধের কথা বলেছেন। প্রথমত, 'সম্বন্ধ' শব্দটির দ্বারা তিনি গুণ বা গুণসমূহকে বোঝাতে চেয়েছেন যার সাহায্যে ধারণাগুলি মানসিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং একটি ধারণা স্বাভাবিকভাবেই (naturally) অন্য একটি ধারণাকে উৎপন্ন করে। এই গুণগুলি হল সাদৃশ্য (resemblance), স্থান ও কালের সান্নিধ্য (contiguity in space and time) এবং কার্য-কারণ সম্পর্ক (causal relation)। হিউম এগুলিকে স্বাভাবিক সম্পর্ক (natural relations) বলেছেন। স্বাভাবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধারণাগুলি অনুষঙ্গের স্বাভাবিক নিয়মেই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় যাতে একটি ধারণার উপস্থিতির ফলে সংস্কার বা অভ্যাসবশত মন অপর একটি ধারণার উদ্রেক করে। হিউম কথিত দ্বিতীয় প্রকার সম্বন্ধ হল 'দার্শনিক সম্বন্ধ' (philosophical relation)। এক্ষেত্রে আমরা দুই বা ততোধিক বস্তু বা ঘটনার মধ্যে তখনই তুলনা করতে পারি যদি তাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকে। তবে এখানে 'সাদৃশ্য'টি স্বাভাবিক অনুষঙ্গের সাহায্যে আসে না, আমাদের অনুসন্ধানের সাহায্যে 'সাদৃশ্য'টিকে খুঁজে নিতে এবং বাছাই করে নিতে হয়। হিউম সাতরকম দার্শনিক সম্বন্ধের কথা বলেছেন—(১) সাদৃশ্য (resemblance), (২) অভিন্নতা (identity), (৩) দেশ ও কালের সম্পর্ক (relation of time and place proposition) (৪) গুণ ও সংখ্যার অনুপাত (proportion in quality or number), (৫) যে কোনো গুণের মাত্রা (degrees in any quantity), (৬) বৈপরীত্য (contraiety), এবং (৭) কারণতা (causation)।

হিউম স্বীকার করেছেন যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ এবং দার্শনিক সম্বন্ধগুলির মধ্যে অনেক পরস্পরসম্পৃক্ত (overlapping) সম্বন্ধ আছে। প্রকৃতপক্ষে তিনটি স্বাভাবিক সম্পর্কই পুনরায় দার্শনিক সম্পর্কের তালিকাভুক্ত হয়েছে। যদিও সেখানে সেগুলিকে স্বাভাবিক সম্পর্ক হিসাবে দেখা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ 'সাদৃশ্য' এমন একটি সম্পর্ক,

যাকে বাদ দিয়ে কোনো দার্শনিক সম্পর্কই গঠিত হতে পারে না। কিন্তু সব 'সাদৃশ্য'-এর জ্ঞানই স্বাভাবিক অনুষঙ্গের দ্বারা লাভ করা যায় না। যদি একটি গুণ সাধারণভাবে অনেক বস্তুর মধ্যে অথবা সকল বস্তুর মধ্যেই থাকে, সেক্ষেত্রে একটি বস্তুকে দেখেই অভ্যাসবশত অন্যান্য সদৃশ বস্তুর কথা আবশ্যিকভাবে মনে পড়তে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সকল জড়বস্তুই একটি দৃষ্টিকোণ থেকে পরস্পর সদৃশ কারণ তারা সকলেই জড়বস্তু, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, একটি বিশেষ জড়বস্তুকে দেখলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অন্য যে কোন জড়বস্তুর কথা মনে পড়ে। স্থান-কালের সান্নিধ্য নিয়ম এবং কার্য-কারণ নিয়মের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক অনুষঙ্গের সম্পর্ক আর দার্শনিক সম্পর্কের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান। ফলত হিউমের দার্শনিক সম্পর্কের তালিকাটি আদৌ পুনরুক্তিমূলক নয়। সাতপ্রকার দার্শনিক সম্বন্ধের আবার দু'টি উপবিভাগ হয় ঃ সাদৃশ্য, বৈপরীত্য, গুণের মাত্রা (degrees of quality) এবং পরিমাণ বা সংখ্যার অনুপাত প্রভৃতি প্রথম প্রকার দার্শনিক সম্বন্ধের মধ্যে পড়ে। কিন্তু অভিন্নতা দৈশিক-কালিক সম্পর্ক এবং কারণিক সম্বন্ধ দ্বিতীয় প্রকারের দার্শনিক সম্বন্ধের মধ্যে পড়ে। কেবলমাত্র প্রথম প্রকার সম্বন্ধগুলিই সুনিশ্চিত জ্ঞান (certain knowledge) দিতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার দার্শনিক সম্বন্ধগুলি শুধুমাত্র সম্ভাব্য জ্ঞানের জনক।

ধারণার সম্বন্ধ এবং বাস্তব ঘটনা সম্পর্কিত সত্যের মধ্যে দু'টি পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন হিউম। প্রথমত, ধারণার সম্বন্ধবিষয়ক সব সত্যই পূর্বতঃসিদ্ধ (a priori) রূপে জানা যায়। শুধুমাত্র চিন্তাশক্তির সাহায্যেই তাদের আবিষ্কার করা সম্ভব। এর জন্য বাস্তব জগতের কোনো অস্তিত্বশীল বস্তু বা ঘটনার উপর আমাদের নির্ভর করতে হয় না। [They] are discoverable by mere operation of thought without dependence on what is anywhere existent in the universe.

[*Enquiy*, Sec. IV, Part I, p. 23]

অপরপক্ষে বাস্তব ঘটনা বিষয়ক সত্য পরতঃসাধ্য (a posteriori)। তথ্যমূলক সত্য একমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই জানা যায়। দ্বিতীয়ত, ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক সত্যের বিপরীত কথা হয় স্ব-বিরোধিতা উৎপাদন করে, না হয় মানবমন এজাতীয় চিন্তা করতে অক্ষম। কিন্তু বাস্তব ঘটনা বিষয়ক সত্যের বিপরীত উক্তি কখনই স্ববিরোধিতা উৎপাদন করে না। 'সূর্য আগামীকাল উদিত হবে'—এই তথ্যটি সত্য, কিন্তু 'সূর্য আগামীকাল উদিত হবে না'—এই তথ্যটি মিথ্যা হলেও অকল্পনীয় নয়। হিউমের মতে বাস্তব তথ্যের নিষেধ কখনোই স্ববিরোধিতা উৎপাদন করে না।

> The contrary of every matter of fact is still possible, because it can never imply a contradiction, and is conceived by the mind with the

> same facility and distinctness, as if ever so conformable to reality. That the sun will not rise tomorrow is no less intelligible a proposition and implies no more contradiction than the affirmation, that it will rise. [*Enquiry*, Sec. IV, Part I, p. 23]

বাস্তব ঘটনা সংক্রান্ত তথ্যকে বুদ্ধির সাহায্যে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতাই এর একমাত্র উৎস। কোনো ঘটনা প্রকৃতই এমনতর কিনা তা বাস্তব জগতের বস্তু বিন্যাস বা জাগতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। কাজেই এই জাতীয় তথ্যের প্রকাশক বচনের নিষেধ কখনই স্ববিরোধী নয়। এই পার্থক্যদ্বয় একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যাক। হিউম ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক বচনের দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। (১) পাঁচের তিনগুণ হল তিরিশের অর্ধেক (Three times five is equal to the half of thirty)। (২) অতিভুজের বর্গক্ষেত্র হল ত্রিভুজের অন্য দুটি বাহুর বর্গক্ষেত্রের যোগফলের সমান (The square of the hyotenuse is equal to the square of the two sides)।

এই বাক্যগুলির নিষেধ স্ববিরোধী (self-contradictory) বা অকল্পনীয় (inconceivable)। ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক সত্যের নিষেধের অসম্ভবতা (impossibility) বা অকল্পনীয়তা (inconceivability) সম্পর্কে হিউমের মতের আলোচনায় পরে আসছি।

বাস্তব ঘটনার উদাহরণ হিসাবে যে কোনো আপতিক (contingent) বাক্যের উদাহরণ দেওয়া যায়। হিউম বাস্তব ঘটনা বিষয়ক বাক্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে 'কাল সূর্যোদয় হবে' এবং 'কাল সূর্যোদয় হবে না'—এই দুটি বাক্যই সমানভাবে কল্পনাযোগ্য। 'কাল সূর্যোদয় হবে না'—এই বাক্যটি আমরা মিথ্যা বলে বিশ্বাস করলেও স্ববিরোধী, অকল্পনীয় বা অসম্ভব নয়।

অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দাসের মতে হিউম মানবিক অনুসন্ধানের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে দু'প্রকার পদ্ধতির উপর নির্ভর করেছেন।

১. সত্যশর্ত পদ্ধতি (method of truth condition)

২. যাচাইকরণ পদ্ধতি (method of verification)

হিউম ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক বাক্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য সত্যশর্ত পদ্ধতির উপর নির্ভর করেন। তাঁর মতে ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক বাক্য সর্বদাই সত্য হবে। এ জাতীয় বাক্যের নিষেধ অকল্পনীয়। কিন্তু বাস্তব ঘটনা সংক্রান্ত বাক্যের নিষেধ মিথ্যা হলেও অকল্পনীয় নয়। হিউম বলেছেন যে স্বজ্ঞা বা ঔপপত্তিক প্রমাণের দ্বারা ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক বাক্যের সত্যতা নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু বাস্তব ঘটনা সংক্রান্ত বাক্যের সত্যতা এভাবে নির্ণয় করা যায় না। অভিজ্ঞতার সাহায্যে এগুলির সত্যতা যাচাই করার জন্য যাচাইকরণ পদ্ধতি (method of verification) প্রয়োগ করা হয়।

হিউমের ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক বচন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উদিত হয় এবং তা হল—হিউম কি ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক সব সত্যগুলিকে বিশ্লেষক (analytic) এবং স্বতঃসত্য বলে মনে করতেন? প্রশ্নটি অন্যভাবেও করা যেতে পারে। হিউমের ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক সত্য এবং বাস্তব ঘটনা সম্পর্কিত সত্যকে কি একদিকে বিশ্লেষক ও স্বতঃসত্য এবং অপরদিকে অভিজ্ঞতামূলক, আপতিক ও সম্ভাব্য সত্যের পার্থক্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায়? Ayer, Bason প্রভৃতি প্রত্যক্ষবাদীদের কাছে এর উত্তর হবে সদর্থক এবং ক্যান্টও সম্ভবত হিউমের দর্শনকে এভাবেই বুঝেছিলেন। কিন্তু হিউমের দু'প্রকার সত্য বা জ্ঞানের বিভাগের এই ভাষ্য কতদূর যুক্তিসঙ্গত সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে। Antony Flew-এর সঙ্গে একমত হয়ে J. N. Mohanty বলেছেন যে হিউম এই পার্থক্যটিকে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তার বেশি কিছু তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। হিউম বলেছেন যে ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক বচনের বিপরীত বচন অসম্ভব (impossible) বা অকল্পনীয় (inconceivable)। প্রশ্ন হল, অসম্ভব বা অকল্পনীয় বলতে হিউম কী বুঝিয়েছেন? এই দুটি বিশেষণ ('impossibility of the contrary' এবং 'inconceivability of the contrary') কি ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান বা তার প্রকাশক বচনের দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় (অর্থাৎ একটি বস্তুগত, অপরটি মনোগত?) না কি অসম্ভবতা এবং অকল্পনীয়তা একই বৈশিষ্ট্যের দুটি ভিন্ন দিক সূচিত করে? তিনি কখনও 'অসম্ভবতা'কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্ব-বিরোধিতার (self-contradiction) ধারণার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'অকল্পনীয়তা'কে তিনি সাধারণ জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের বলা হয়েছে যে প্রত্যেক বাস্তব ঘটনার বিপরীত কথাই সরল এবং স্পষ্টভাবে চিন্তা করা যায়। তিনি আরও বলেছেন যে ধারণার সম্বন্ধের বিপরীত কথাও সরল এবং তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তিনি আরও বলেছেন যে ধারণার সম্বন্ধের বিপরীত সত্যগুলি ধোঁয়াটে (confused) এবং এইভাবেই বুদ্ধিবাদীরা ধারণার সম্বন্ধের ক্ষেত্রে যে ভ্রান্তিগুলি ঘটে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যা স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল তাই চিন্তা বা কল্পনার যোগ্য এবং অকল্পনীয় বিষয় হল তাই যা সুস্পষ্টভাবে এবং স্বচ্ছভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয় না। Mohanty মনে করেন, এ ব্যাপারে হিউমের মত পরিষ্কার নয়, কারণ সর্বদাই ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক সত্যের বিপরীত সত্যটি স্ববিরোধী হবে—এই চরম সত্যটি তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি একথা অবশ্যই বলেছেন যে তাদের বিপরীত সত্য 'অসম্ভব' (impossible)—কোনো কোনো সময়ে স্ববিরোধিতা উৎপাদনের কারণে, আবার কোনো কোনো সময়ে তা অস্পষ্ট এবং ধোঁয়াটে হবার কারণে। দ্বিতীয় কারণটির জন্যই কোনো সত্য স্ববিরোধী না হয়েও অকল্পনীয় (inconceivable) হয়ে পড়তে পারে। 'লাল এবং

কমলা রং প্রায় সমান'—এই বচনটি এমন একটি সত্য যার বিপরীত কথা স্ববিরোধী না হলেও ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে হিউম কথিত ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক বচন সব সময় বিশ্লেষক হবে তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তা সংশ্লেষকও হতে পারে—অর্থাৎ বিধেয়টি কেবলমাত্র উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণে নিয়োজিত না থেকে উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন তথ্যও দান করতে পারে।

Flew-এর মতে হিউম কখনোই একথা বলেননি যে সব গাণিতিক সত্যগুলি আবশ্যিকভাবে বিশ্লেষক হবে। Mohantyও এ বিষয়ে তাঁকে সমর্থন করেন। *Enquiry*-তে হিউম বলেন যে 'Where there is no property there can be no injustice' (সম্পত্তি না থাকলে অন্যায়ও থাকতে পারে না)—এই সংজ্ঞাটি যথাযথ নয়। এমনকি 'The square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides' (অতিভুজের বর্গক্ষেত্র হল ত্রিভুজের অন্য দুটি বাহুর যোগফলের সমান)—এই গাণিতিক উক্তিটিকে সত্য বলে ঘোষণা করতে গেলেও বাক্যটির অন্তর্গত শব্দগুলির সঠিক সংজ্ঞা জানতে হবে। একটি সুসংবদ্ধ যুক্তিশৃঙ্খলের দ্বারাই গাণিতিক বচনগুলি সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারে। *Treatise*-এ হিউম বলেন, 'It is true, mathematicians pretend they give an exact definition of a right line when they say *it is the shortest way betwixt two points*. But in the first place I observe, that this is more properly the discovery of one of the properties of a right line, than a just definition of it...A right line can be comprehended alone, but this definition is unintelligible without a comparison with other lines, which we conceive to be more extended.'

[From Hume's *Enquiry*, Introduction by J. N. Mohanty]

কাজেই হিউমের মতে গণিতজ্ঞগণ কর্তৃক প্রদত্ত সরলরেখার সংজ্ঞাটি সরলরেখার একটি বৈশিষ্ট্যমাত্র। এখানে অন্যান্য রেখার থেকে পৃথক সরলরেখার একটি তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে মাত্র। সরলরেখাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপেও কল্পনা করা যায়। কাজেই হিউমের মতে 'সরলরেখা দুটি বিন্দুর মধ্যে নিকটতম দূরত্ব সূচনা করে'—এটি সরলরেখার যথার্থ সংজ্ঞা নয়।

ক্যান্ট জ্যামিতিবিজ্ঞানের সংশ্লেষক প্রকৃতির ব্যাখ্যার জন্য যে উদাহরণগুলি ব্যবহার করেছেন, হিউম সেগুলিকেও গাণিতিক সত্যের উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারতেন। কারণ, গাণিতিক সত্যগুলিকে তিনি শুধুমাত্র 'সুপ্ত সংজ্ঞা' (concealed definitions) হিসাবে গ্রহণ করেননি। কাজেই, ক্যান্টের মত নতুন কোনো মতবাদ সৃষ্টি না করলেও হিউম দেখিয়েছেন যে গাণিতিক বচনে বিধেয়তে উদ্দেশ্যের সঙ্গে

নতুন কিছু ধারণা যুক্ত হয়। কাজেই, ক্যান্ট যে অর্থে গাণিতিক বচনকে সংশ্লেষক বলেছেন হিউমও প্রায় সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই গাণিতিক বচনকে দেখেছেন।

গাণিতিক বচনগুলি কেবলমাত্র বিশ্লেষক—হিউম সম্পর্কে ক্যান্টের এই ভ্রান্ত ধারণার দিকে Flew এবং Reinach উভয়েই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ক্যান্ট যে পদ্ধতিতে 'বিশ্লেষক' ও 'সংশ্লেষক' বচনের বিভাগ করেছেন, হিউম তা ব্যবহার করেননি। ক্যান্টের মতে কোন বচনের বিধেয় যদি কেবলমাত্র উদ্দেশ্যের আংশিক বা পূর্ণ বিশ্লেষণ করে তাহলে তাকে বিশ্লেষক বচন (analytic proposition) বলতে হবে। পক্ষান্তরে বিধেয় যদি উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন কোনো জ্ঞান দান করে, তাকে সংশ্লেষক বচন বলা যাবে। এই অর্থে বিচার করলে হিউমের ধারণার সম্বন্ধমূলক সত্যগুলিকে কেবলমাত্র বিশ্লেষক বলা যায় না। কারণ স্বজ্ঞালব্ধ এবং ঔপপত্তিক জ্ঞান—উভয় ক্ষেত্রেই আমরা নতুন জ্ঞান পাচ্ছি। যদিও হিউম 'ধারণার সম্বন্ধ'গুলি 'সংশ্লেষক'—একথা সুস্পষ্টভাবে কোথাও বলেননি, আবার ক্যান্টের মতো বিশ্লেষক এবং সংশ্লেষক বচনের বিভাগও তিনি করেননি। কাজেই, হিউমের ধারণাবিষয়ক বচনগুলি বিশ্লেষক—একথা কখনোই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা যায় না। বরং ক্যান্টের সংজ্ঞা অনুযায়ী হিউমের উল্লিখিত গাণিতিক বচনগুলিকে সংশ্লেষকই বলা যায়।